বন অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় ঃ ধারা এ্যাড

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০
০৫ জুন ২০১৩

বাণী

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী তিন মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান এবং 'বৃক্ষমেলা ২০১৩' শুরু হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জীবন ও জীবিকার জন্য বৃক্ষ অপরিহার্য। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য রক্ষায় বৃক্ষের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবিকা নির্বাহ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানব কল্যাণ এবং নৈসর্গিক শোভা বর্ধন ও বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাবে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ুর পরিবর্তনরোধে বৃক্ষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা ও বন্যা রোধেও বৃক্ষরাজির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের বৃক্ষ ভান্ডার সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন।

সামাজিক বনায়ন পরিবারের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবারকে স্বাবলম্বী, অর্থনৈতিক মুক্তি ও দারিদ্র বিমোচন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। আমি মনে করি জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০১৩ এর প্রতিপাদ্য "গাছ লাগিয়ে ভরবো এ দেশ, তৈরি করবো সুখের পরিবেশ" যথার্থ হয়েছে। দেশকে আরও বেশী সবুজ শ্যামলিমায় ভরে তুলতে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণের জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাই।

বৃক্ষরোপণে অবদানের জন্য যাঁরা 'প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১২' এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য "বঙ্গবন্ধু এ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইভ কনজারভেশন-২০১৩" পেয়েছেন আমি তাঁদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

আমি জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৩ এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০
০৫ জুন ২০১৩

বাণী

আগামী ৫ জুন হতে সারাদেশে ৩ মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৩ আয়োজন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষের বিকল্প নেই। বসবাস উপযোগী ধরণী বিনির্মাণে বৃক্ষের অবদান অনস্বীকার্য। বৃক্ষ সম্পদ মানুষের জীবনে বয়ে আনে সমৃদ্ধি ও শান্তি। এ জন্য সকলেরই বৃক্ষরোপণ ও বনভূমি সংরক্ষণ করা অপরিহার্য।

প্রকৃতির আশির্বাদপুষ্ট আমাদের এই দেশ। কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে বর্ধিত মানুষের খাদ্য, জ্বালানী ও বাসস্থানের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে এ দেশের বনাঞ্চল ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। বনাঞ্চল কমে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের পরিবেশের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্ব আজ নতুন বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিগ্রস্থ দেশের শীর্ষে অবস্থান করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বৃক্ষ তথা বনাঞ্চলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সারা বিশ্বে বনাঞ্চল হ্রাস পাওয়ায় ১৭% গ্রীণহাউজ গ্যাস বায়ুমন্ডলে বৃদ্ধি পাচ্ছে। REDD+ কর্মসূচীর আওতায় বনায়ন ও বনাঞ্চল সংরক্ষণের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে গ্রীণহাউজ গ্যাস হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তোলা খুবই জরুরী যা আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। সঙ্গত কারণেই এ বছর জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৩ এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "গাছ লাগিয়ে ভরবো এ দেশ, তৈরী করবো সুখের পরিবেশ" যথার্থ হয়েছে। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য আমি সবাইকে আহ্বান জানাই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় বৃক্ষরোপণ অভিযান এক নতুন গতি লাভ করেছে। এ বছর বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণের ব্যাপক কার্যক্রমসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। নতুন নতুন বৃক্ষ প্রজাতির সাথে পরিচয়, নতুন বনায়ন কৌশল আদান-প্রদানসহ উন্নতমানের চারা সংগ্রহের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ অভিযানকে সার্থক করে তুলতে জাতীয় পর্যায়ে বৃক্ষমেলার আয়োজন সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সফল বনায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ যাঁরা এ বছর বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১২, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বঙ্গবন্ধু এ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন ২০১৩ এবং যে সব উপকারভোগী সামাজিক বনায়নে অংশীদারিত্বের চেক পাচ্ছেন আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাই। আগামী দিনে বৃক্ষরোপণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে তাঁদের মেধা, শ্রম ও উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে আমি মনে করি।

আমি ৩ মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৩ এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহমুদ এম,পি

Water and Biodiversity

Md. Yunus Ali
Chief Conservator of Forests
Bangladesh

The basic rights of human being are to have food, cloth, residence, education and medical facilities. To meet the demand of basic need the existence of healthy ecosystems, of which water and biodiversity are the primary constituents. Water is the essence of life. Our search for extra-terrestrial life starts with the search of water. The Earth without water is a planet without life. With water covering approximately two-thirds of the planet and accounting for more than 65% of the human body. But in the words of the Ancient Mariner, "Water, water everywhere, nor any drop to drink" reminds us that useful water, that in its freshwater form, is indeed extremely limited. Of all the world's water, less than 3% occurs as freshwater but most of this is locked in the ice-caps and glaciers or deep underground. Only 1% of this freshwater (0.03% of total water) is available as liquid water at the Earth surface.

Water is required to support biodiversity. Without sufficient water, stresses on species increase driving global biodiversity losses.

The benefits people obtain from ecosystems, termed "ecosystem services" are eroded with progressive degradation and loss of biodiversity. Services such as the supply of freshwater and food, the reduction of risk from flooding and drought, the cycling of nutrients and the removal of contaminants from water, the moderation of the climatic extremes and the importance for cultural and recreational activities can all be compromised as biodiversity is lost.

Well-functioning watersheds, including forests, grasslands and soils, wetlands including watercourses, lakes, swamps and floodplains provide water storage, clean water, manage flood flows provide society with a vast array of benefits. These are the "natural water infrastructure" upon which human well-being depends.

Biodiversity status of Bangladesh:

Bangladesh possesses a good species diversity of flora and fauna. The tropical semi-evergreen forests in the country are botanically amongst the richest in the Indian subcontinent, and they also support a good diversity of mammals and great diversity of birds. For a small country like Bangladesh, the species richness is relatively large but population size of most of the species has declined drastically. There are a total of 3,611 species of angiosperm available in Bangladesh. Out of which, 2,623 species under 158 families belong to dicotyledons and 988 species under 41 families belong to monocotyledons. Number of gymnosperm species is 7, pteridophytes is 195, bryophytes is 248, fungi 275, algae more than 1988, virus and bacteria is about 470 species.

A total of 653 fish species are recorded, of which 251 are freshwater fishes belonging to 61 families and 402 are estuarine and marine fin fishes including sharks and rays. A total of 650 bird species have been reliably recorded in the country. The country is also inhabited by 34 amphibian and 154 reptile species. The mammalian species diversity in Bangladesh is represented by 121 species of mammals.

Water cycle and climate change:

Precipitation delivers freshwater to the planet's surface unevenly across both space and time. Increasingly the world is facing greater variability between arid and humid climates and rainfall patterns are becoming more irregular and unpredictable from season to season and year to year. As a result, the global distribution of freshwater resources is irregular and increasingly more difficult to predict. Changes in atmospheric temperatures and the warming of the oceans are altering the global hydrological cycle. Deforestation is changing regional rainfall patterns. Whilst some countries have more water available than others as a result of global climatic processes. Human activities are indirectly changing this pattern. In the 50 years from 1950 to 2000, human population growth has reduced the amount of available freshwater per person by 60%. Bangladesh is one of the most vulnerable countries to climate change, variability and extreme events. The impact of climate change on biodiveristy of Bangladesh is incalculable as large part of coastal region of the country is under threat of being inundated. As climate changed over the past 30 years has produced numerous shifts in the distribution and abundance of species worldwide. Climate change has already produced shifts in the distribution of some species, such as amphibians, grasses, migratory birds and butterflies. Coral reefs are threatened by the bleaching threat occurs with changes in ocean temperature and chemistry. Forests and

agricultural systems are vulnerable to increased incidents of disease and pest outbreaks as a result of changing climatic conditions.

Ecosystem and water :

Water and ecosystems are fundamentally linked through processes, structure and function. Ecosystems should not be viewed as consumers of water, but rather they are essential elements of natural infrastructure within water management.
The specific influence of ecosystems on water availability and quality at any location is subject to three major variables:

1. Physical features and the underlying geology, in particular the slope and elevation of the land, the presence of physical infrastructure such as roads or dams, and geo-physical structure of the soils;

2. Geographic location, such as latitude and the relative location in relation to coastlines; and

3. Ecological factors, in particular the nature of land cover, wetlands and soil biodiversity and their relative condition.

Agriculture:

Agriculture alone accounts for 65-70% of global water use. Meat production can use nearly ten times more water than cereal production. Today, irrigated agriculture covers 275 million hectares - about 20% of cultivated land and five times more than at the beginning of the twentieth century. Agriculture remains the greatest single demand on water and the biggest polluter of watercourses. To keep pace with the growing demand for food, it is estimated that 14% more freshwater will need to be withdrawn for agricultural purposes in the next 25 years.

Forest and water :

Forest and woodland areas with more than 10% tree cover currently extend over 4 billion hectares or 31% of the land area of the globe. Some 30% of the world's forests are considered to be production forests where commercial forestry operations predominate. Forests deliver a range of watershed or water-related ecosystem services, such as delivering better quality water within rivers providing resources for abstraction of clean water. The role of forests in reducing erosion from slopes, excluding pollutant inputs to watercourses and the downslope utilisation of leached nutrients all result in natural forests playing a critical role in enhancing river water quality and reducing disaster risks associated with excessive erosion. The UN (REDD+) seeks not to just enhance the carbon storage within ecosystems as a contribution to influencing global carbon budgets, but also to deliver a range of co-benefits through water-related ecosystem services.

Wetland:

Wetlands occupy the transitional zones between permanently wet and generally drier areas. Wetlands can be significant in altering the hydrological cycle, influencing evaporation, river flows, groundwater and lake levels, although they cover only 6% of the land surface they have a disproportionate influence on much of the world. There is now considerable interest in the role of wetlands as natural infrastructure in the management of flooding and the improvement of resilience to risk in the face of changing global meteorological conditions. Certain wetlands, due to their unique assemblage of plants and animals, can remove a variety of pollutants and contaminants, including nutrients, heavy metals and pathogens, in a sustainable and cost-effective manner. Furthermore, due to the predominance of waterlogged conditions, wetland soils represent a huge carbon store. For instance, semi-natural and undamaged peat lands can accumulate carbon at a rate of 30-70 tonnes of carbon per km2 per year and it has been estimated that peat soils contain one third of the world's total soil carbon. The wetland is one of many regional network sites which support important water bird migratory pathways. Migratory water-birds: an example of synergy between Bio-diversity conservation and human water need.

Mountains:

Virtually all the world's major river systems originate in mountain systems. Within the mountain context natural infrastructure is exceptionally rich in terms of biodiversity. Mountain ecosystems can contribute over 60% of the mean annual river discharge in some watersheds. In some arid areas, mountains are estimated to supply as much as 95% of the total annual river discharge. The clearance and removal of forest systems in mountains generally increase runoff and sediment yields. This subsequently increases rates of erosion and reduces resilience to disasters downstream.

Soil:

Soils and their biodiversity play a very significant, and often underestimated and unmanaged, role in the hydrological cycle. The life associated with soils is usually naturally extremely diverse, even in deserts, ranging from larger animals, such as moles and various other burrowing mammals, birds and reptiles, through mid-sized fauna such as earthworms mites, ants and spiders, to microscopic bacteria and fungi. The soil in just a square metre of forest may contain more than 1000 species of invertebrates. Pick up a handful of soil and you have more bacteria than the world's entire human population. Soil biota function collectively to support soil health including regulating (together with land cover) how water enters and remains in the soil (soil moisture) and how nutrients are redistributed throughout the soil profile and released from it. The biodiversity thereby enables soils to function properly, and so underpinning other soil ecosystem services, such as erosion regulation, nutrient cycling and carbon storage. Soil is also partly, together with other sources, responsible for recharging groundwater. Degrading soils by, for example, over disturbing them, removing land cover or over applying chemicals, essentially results in the loss of these functions and benefits.

Challenges and Scope :

Sustainable water management is a key global concern and a matter of life and death for a huge number of humans. It is said that the third world war will be fought for water. There is a need to place water at the heart of a green economy and to recognize that working with ecosystems as water management infrastructure can be a cost-effective and sustainable way of meeting a diversity of policy, business and private objectives. In developed countries non-point source pollution, primarily from agriculture, remains a significant challenge.

The impacts of climate change occur mainly through changes in the hydrological cycle, and this is the key consideration for biodiversity, ecosystems and livelihood. Recent estimates suggest that climate change will account for 20% of the increase in global water scarcity. The impact of climate change is becoming more visible each year with more frequent and severe periods of drought and flooding and a greater unpredictability of hydro-meteorological events. Climate change mitigation is about carbon while climate change adaptation is about water.

All transboundary water bodies create hydrological, social and economic interdependencies between societies, which present a series of challenges, impacts and potential sources of conflict. Globally, 2 billion people rely on groundwater and there are an estimated 300 transboundary aquifers.

The Ramsar Convention plays an important role by emphasizing the need to manage wetlands. The three Rio Conventions - the Convention on Biological Diversity (CBD), the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) - derive directly from the 1992 Earth Summit held in Rio de Janeiro. Each Convention represents a way of contributing to the delivery of sustainable development goals. Key within these goals is the management of water and biodiversity. For climate change - water is central. Desertification is, by definition, about water. Biodiversity is central to regulating water across all dimensions.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০
০৫ জুন ২০১৩

বাণী

আগামী ৫ জুন থেকে সারা দেশে ৩ মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৩ শুরু হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার এবারের প্রতিপাদ্য 'গাছ লাগিয়ে ভরবো এ দেশ, তৈরী করবো সুখের পরিবেশ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মানুষের বেঁচে থাকার উপকরণ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিনোদন ও নির্মল পরিবেশ আমরা বৃক্ষ হতে পাই। কার্বন ট্র্যাপিংয়ের মাধ্যমে ধরিত্রীকে বাসযোগ্য রাখা ও জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলার জন্য বৃক্ষ অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে মানুষের কল্যাণের জন্যই বৃক্ষ।

জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম মারাত্মক ঝুকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। এ পরিস্থিতিতে জীবন ও সম্পদ রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা করতে দেশের উপকূলীয় অঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, গ্রাম-গঞ্জ, বসতবাড়ী, প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকহারে গাছ লাগানো অত্যন্ত জরুরী।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নয়ন এবং অর্থ-সম্পদ সৃষ্টিতে বৃক্ষের অবদান অনুধাবন করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে বর্তমান সরকার জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করেছে। দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

সরকারের পাশাপাশি দল-মত নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিককে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বর্ষা মৌসুমে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা হতে বনজ, ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা সংগ্রহ করে তা রোপণ ও সংরক্ষণ করার আহ্বান জানাই।

বৃক্ষরোপণে এ বছর যারা প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১২, বঙ্গবন্ধু এ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন ২০১৩ এবং যে সব উপকারভোগী সামাজিক বনায়নে অংশীদারিত্বের চেক পাচ্ছেন আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় তাঁদের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি।

আমি জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০
০৫ জুন ২০১৩

বাণী

প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা দীর্ঘদিন থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। বাসযোগ্য পৃথিবী নির্মাণে বৃক্ষের অবদান অনন্য। বাংলাদেশ একটি অন্যতম নিবিড় সবুজের দেশ। এখানকার আলো, বাতাস, মাটি ও জলবায়ু সারা বছর বৃক্ষ রোপণের জন্য উপযোগী। অথচ আমাদের দেশে মোট বনাঞ্চলের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

জনসংখ্যার চাপে এবং কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে বনাঞ্চলের উপর চাপ দিন দিন বাড়ছে। এসব বনাঞ্চলে বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী হুমকির সম্মুখীন। এছাড়া বনাঞ্চলের অভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্তরায়। ভূ-প্রকৃতিগত কারণে এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও দেশে নানা দুর্যোগের ব্যাপকতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারী ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যাপক হারে বনায়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব। বর্তমান সরকার জনগণকে সম্পৃক্ত করে কো-ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ বনাঞ্চল বৃদ্ধির জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে।

এ প্রেক্ষাপটে আগামী ৫ জুন হতে ৩ মাস ব্যাপী সারাদেশে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৩ শুরু হতে যাচ্ছে। এ বছর জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৩ এর মূল প্রতিপাদ্য **"গাছ লাগিয়ে ভরবো এ দেশ, তৈরী করবো সুখের পরিবেশ"**। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষার নিমিত্ত বনজ, ফলদ ও ঔষধি গাছ লাগিয়ে শহর বন্দর ও গ্রামীণ জনপদে একটি শক্তিশালী বৃক্ষ সম্পদের ভান্ডার গড়তে এবং বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৩ সার্থক ও সফল করে তোলার জন্য আমি সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

এ বছর যাঁরা বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১২, বঙ্গবন্ধু এ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন ২০১৩ এ বিজয়ী হলেন এবং যে সব উপকারভোগী সামাজিক বনায়নে অংশীদারিত্বের চেক পেলেন আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাই। আমি আশা রাখি তাঁরা আগামী দিনগুলোতে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমকে জোরদার করতে আরও বেশী ভূমিকা রাখবেন।

আমি জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ।

মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী

"This advertisement is made possible by the support of the American people through the United States Agency for International Development's (USAID) Climate-Resilient Ecosystems and Livelihood (CREL) Program. The contents are the sole responsibility of the Forest Department and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government."